দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

78

ঢাকা ভার্সিটি সিনেট সভায় তুমুল বাকবিতণ্ডা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশন গত বুধবার রাতে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে মুলতবী ঘোষণা করা হয়। কয়েকজন সিনেট সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে এই বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়।

রাত পৌনে আটটার দিকে সিনেট চেয়ারম্যান ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ আজ বৃহস্পতিবার বিকাল পৌনে ৪টা পর্যন্ত সিনেট অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন।

বিকাল ৪টা ১০ মিনিটে কোরআন তেলাওয়াত ও শোক প্রস্তাবের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও সিনেট চেয়ারম্যান প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আমাদের আলোচনা, ভাব বিনিময় ও সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বমাত্রিক প্রস্ফুটনের দিকনির্দেশনা বেরিয়ে আসবে।

(৮–এর পৃঃ ৭–এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি সিনেট সভায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিনেট চেয়ারম্যানের ভাষণের উপর পক্ষে–বিপক্ষে মোট ১২ জন সিনেট সদস্য আলোচনায় অংশ নেন।

সিনেট সদস্য প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী সিনেট চেয়ারম্যানের ভাষণের উপর আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের কারণ অনুসন্ধানে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, গত বছর ৪ আগস্ট গুলি করে একজন শিক্ষককে আহত করা হয়েছে। আমার বুকে পিস্তল ঠেকানো হয়েছে।

সিনেট চেয়ারম্যান এসবের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে তারই প্রস্তাবিত তদন্ত কমিটির আহবায়ক হতে বললে তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকজন সিনেট সদস্য এর প্রতিবাদ করেন। সিনেট সদস্য (ডাকসু প্রতিনিধি) মনোওয়ার হোসেন রানা বলেন, প্রফেসর মান্নান চৌধুরী ঘাদানিক নামের একটি সংগঠনের দায়িত্বে রয়েছেন। তাই তাকে আহবায়ক করলে আমরা সে কমিটি মেনে নিতে পারি না। ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান এমপিসহ অপর কয়েকজন সিনেট সদস্য একই রকম বিরোধিতা করেন।

সিনেট সদস্য আমানউল্লাহ আমান ও মনোওয়ার হোসেন রানা শিক্ষক সমিতির সমালোচনা করে বলেন, ৪ আগস্ট ছাড়াও গত ১৫ জুন দু'জন শিক্ষকের হাত ও দাঁত ভেঙে দেয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক সমিতি সে বিষয়ে কোন ভূমিকা রাখেনি।

এছাড়া প্রফেসর মোস্তফা চৌধুরী, প্রফেসর শাহাদত আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নেও অবকাঠামোগত দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কথা উঠলে ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান বলেন, আমরা বার বার ডাকসু নির্বাচনের দাবী করে আসছি। কিন্তু একটি সংগঠনের সন্ত্রাসের কারণে ডাকসু নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে না।

এর আগে সিনেট চেয়ারম্যান তার ভাষণে বলেন, আমাদের সকলের চেষ্টার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস আর আগের মতন নেই। সেশন জটও কমে এসেছে। আগামী শতাব্দীর দিকে দৃষ্টি রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অবস্থা উন্নয়নের কথা চিন্তা করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিকমানের করার লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষা কোর্স এবছর থেকে চালু হচ্ছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগারের আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। সিনেট চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে নিয়মিতকরণের একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আগামী বছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার বাস্তবায়িত হলে সেশন জট নিঃশেষিত হবে। শিক্ষকদের শিক্ষাদানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কৃতী শিক্ষকদের 'বিশ্ববিদ্যালয় পদক' দেয়ারও চিন্তাভাবনা চলছে বলে তিনি জানান। এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩৩ জনকে পিএইচডি ডিগ্রী ও ১৪ জনকে এমফিল ডিগ্রী দেয়া হয়েছে বলে ভিসি তার ভাষণে উল্লেখ করেন।

সিনেট চেয়ারম্যানের ভাষণের উপর আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকজন সিনেট সদস্য এই ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে বলে মন্তব্য করেন। আবার অন্য কয়েকজন সিনেট সদস্য একে গতানুগতিক বলে মন্তব্য করেন। মাগরিবের নামাযের বিরতির পর সাতটা ১৫ মিনিটে পুনরায় অধিবেশন শুরু হলে ডাকসু প্রতিনিধি কায়সার কামাল বলেন, শিক্ষক সমিতি রাতের আঁধারে একটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করে এবং তাদের সিদ্ধান্ত ক্যাম্পাসে বাস্তবায়ন করে। তার এ বক্তব্যের পরেই হাউজে প্রচণ্ড হট্টোগোল শুরু হয়। এক পর্যায়ে অধিবেশন মুলতবী হয়ে যায়।

সিনেট মুলতবীর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে সিনেট চেয়ারম্যান প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ একে 'আনফরচুনেট' বলে মন্তব্য করেন।